সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অর্জুনকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনি অর্জুনকে বলিয়াছিলেন সর্ব্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে বা ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিতে। এখানে 'সর্ব্বধর্ম' বলিতে কি বোঝায়? — এই স্থূল শরীরের প্রাকৃত ধর্ম বা উপাদান যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, তেমনি সূক্ষ্ম শরীরের প্রাকৃত ধর্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রাণ ইত্যাদি; এইভাবে শরীরকে কেন্দ্র করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ভালবাসা গড়িয়া ওঠে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সত্তায় ঐ সকল প্রাকৃত বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল প্রাকৃত ধর্মের প্রকাশ সত্তার জ্ঞানেও হয় আবার অজ্ঞানেও হয়, বৈরাগ্যবানেরও হয় আবার অবৈরাগ্যবানেরও হয়, সাত্ত্বিক-অসাত্ত্বিক স্বভাবসম্পন্ন সকল জীবসত্তার মধ্যেই হয়। ষড়রিপুরূপ ইন্দ্রিয়জ শারীরিক প্রাকৃত ধর্মের প্রবাহে সত্তা মধ্যে এই প্রকারের বহু বাসনারূপ কর্মের এবং কর্মরূপ বাসনার উদ্ভব হয় যাহা প্রবৃত্তিরূপে সত্তার স্বভাবের মধ্যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। তখন আধারে প্রকৃত আমিত্ব বা আত্মার প্রকাশরূপ বিশুদ্ধ আত্মসত্তার প্রকাশত্ব ঢাকা পড়িয়া যায় এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদিই 'প্রকৃত আমি' রূপে সত্তার স্বভাবে বিকশিত হয়। এঅবস্থায় ভগবৎ চরণে নিজবোধকে সমর্পণ করা একপ্রকার দুরূহ বা অসম্ভব। তাই সর্বাগ্রে নিজবোধকে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত প্রবৃত্তির তরঙ্গধারাকে নিবৃত্ত করা এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়াদি গুলির উপর নিজবোধের স্বতন্ত্র্যতামূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যখন নিজ মনের উপর নিজের দখল আসিবে তখনই মনকে স্বরাজে ভগবানের চরণে সমর্পণ করা সম্ভব হইবে। যখন কামের উপর নিজের দখল আসিবে বা বাসনাগুলির উপর নিজের কর্তৃত্ব আসিবে তখনই সেগুলি ভগবৎ চরণে সমর্পণ করা সম্ভব হইবে। নতুবা পরিপূর্ণভাবে তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করা একপ্রকার অসম্ভব। জিতেন্দ্রিয় হইলে পরে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি তাঁকে সমর্পণ করা সম্ভব। সুতরাং অগ্রে সমস্ত প্রবৃত্তির তরঙ্গগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া 'প্রকৃত আমিত্বে' প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে তবেই নিজেকে বা আত্মসত্তাকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করা সম্ভব হইবে। কি ভাবে ঐ প্রবৃত্তিরূপ তরঙ্গগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত করিবে তাহা কেবল সদ্‌গুরুই বলিতে পারেন। তাঁর কৃপায় অর্থাৎ সদ্‌গুরুরূপ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, করুণায় এবং ইচ্ছায় সাধক তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করিতে পারে। তাঁর ইচ্ছা এবং সাধকের পুরুষাকার ব্যতীত ভগবৎচরণে প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ সমর্পণ কদাপিও সম্ভব নয়। 'আমি' যতক্ষণ মনের দাস, প্রবৃত্তির দাস বা কাম-ক্রোধের দাস, ততক্ষণ তো 'আমার উপর মনের অধিকার, প্রবৃত্তির অধিকার, কামের অধিকার, ক্রোধ-লোভাদির অধিকার। অতএব শত চেষ্টাতেও ভগবৎচরণে উহারা 'আমাকে' অর্থাৎ 'নিজেকে' সমর্পণ করিতে দিবে না। আগে প্রবৃত্তির দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া তাঁর শরণাগত হওয়া সম্ভব।

স্বামী সদাশিবানন্দ

সাধকের ক্ষেত্রে একান্তই যখন প্রবৃত্তির দাসত্ব-মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়না, একের পর এক বাসনার উদয় এবং একটার পর একটা কর্ম প্রবাহ যার ফলে এইভাবে কর্মফল সৃষ্টি এবং সেগুলি ভোগ করিতে করিতে জন্ম-জন্মান্তর কাটানোর পর যখন প্রবৃত্তির দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধক ব্যাকুল প্রাণে সচেষ্ট হয় এবং ভগবৎচরণ শরণ ব্যতীত যে তাহা সম্ভব নয়, এই উপলব্ধিত সত্য যখন সাধকের হৃদয়ের প্রতি অনুমিত কোষে উপলব্ধি হয় তখনই তাঁর শ্রীচরণে সঠিক শরণ লওয়া সাধকের পক্ষে সম্ভব হয়। পুরুষাকারের সমাপ্তিতেই শরণের শুরু; তখন কেবল আত্ম-নিবেদন, প্রার্থনা এবং সমর্পণ।

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সদাশিবানন্দ